রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলারদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য জিদানের

টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব, একটি লা-লিগা, জোড়া উয়েফা সুপার কাপ, একটি ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ। রিয়াল মাদ্রিদে তার কোচিংয়ের প্রথম ধাপে জিদানের সাফল্যের মাত্রা ছিল পূর্ণ। তৃতীয়বার রিয়াল মাদ্রিদকে ইউরোপ সেরা করে চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বিশ্বজয়ী সাবেক এই ফরাসি ফুটবলার।

কিন্তু গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠের ফল খারাপ হওয়ার কারণে মাঝপথেই ফের ডাক পড়ে তার। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ক্লাবের সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি জিদান। কোনওরকমে গত মৌসুম শেষ করার পর নতুন বছর নিয়ে পরিকল্পনা তৈরিতে নেমে পড়েন তিনি। যার ফল চলতি বছরে পাচ্ছে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।

লকডাউন পরবর্তী টানা ৯ ম্যাচে জয়। এরপর এক ম্যাচ হাতে রেখেই স্প্যানিশ ফুটবল লিগের শিরোপা জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। লিগের ৩৭তম রাউন্ডের ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে জিনেদিন জিদানের শিষ্যরা। এটি রিয়ালের ৩৪তম লিগ শিরোপা। দুই মৌসুম পর আবারও শিরোপা পুনরুদ্ধার করলো গ্যালাকটিকোরা।

দ্বিতীয়বার হেড কোচ হিসেবে লা লিগা জয় করে জিদান বলেন, আমার ফুটবলাররা সেরা। ওরা প্রত্যেকেই ব্যালন ডি-অর জয়ের দাবিদার। জিদান জানিয়েছেন, আমার মনে হয় আমার ফুটবলাররাই সেরা। বহু বছর ধরে করিম নিঃশব্দে দুরন্ত পারফর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকবারের মতোই একজনই ব্যালন ডি-অর নিয়ে যাবে আর বাকিরা কেবল মতামত পোষণ করবে।আমার দলের সকল ফুটবলারই ব্যালন ডি-অর পাওয়ার যোগ্য।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইতিবাচক ফলাফলের আশা তপুর

করোনা-সৃষ্ট স্থবিরতা ভেঙে আগামী ৮ অক্টোবর আবারও মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এর আগের পারফর্ম্যান্স থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা আর হোম কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে শেষ চার ম্যাচে ইতিবাচক ফলাফলের আশাই করছে দল। জানিয়েছেন ডিফেন্ডার তপু বর্মণ।

স্থবিরতা শেষে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটি খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাকি থাকা তিনটি ‘হোম’ ম্যাচই সিলেটে আয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। হোম ম্যাচ দিয়ে ফেরার কারণে কিছুটা সুবিধাই হবে বাংলাদেশের। অভিমত তপু বর্মণের। বসুন্ধরা কিংস ডিফেন্ডারের ভাষ্য, ‘তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণের বাইরে আছি। আশা করছি আগামী মাসেই অনুশীলনে ফিরব আমরা, যার ফলে সময় নিয়েই প্রস্তুত হতে পারব। তবে ম্যাচটা হোম ম্যাচ বলে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাব আমরা।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে আগের লেগে ১-০ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। সেই ম্যাচের পারফর্ম্যান্স আর সামগ্রিক বিবেচনায় নিজেদের মাঠে ফিরতি লেগে কোচ জেমি ডের শিষ্যরাই এগিয়ে থাকবে বলে মনে করেন তপু, ‘তাজিকিস্তানে সেই ম্যাচে ভালো খেলেও হেরেছিলাম। দেশের বাইরের ম্যাচগুলোয় ভালো খেলেছি, তাই আশা করছি দেশের ম্যাচগুলোতে আরো ভালো খেলব আমরা। এছাড়া দলগত তুলনায়ও তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকব আমরা।’

ভারতের বিপক্ষে কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জয়ের জোর সম্ভাবনাই জাগিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় জামাল ভুঁইয়াদের। এবার হোম কন্ডিশনে পাওনা জয়টা আদায় করে নিতে চায় বাংলাদেশ। তপু বলেন, ‘সেই ম্যাচে জয়ের খুব কাছাকাছি গিয়েও ড্র করেছি। তবে তাদের দর্শকদের সামনে ভালো খেলাটা এবার পজিটিভ ভূমিকা রাখবে। তাদের বিপক্ষে খেলে বুঝেছি, তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই আমরা, সাম্যাবস্থায় আছি। পাশাপাশি এবার আমরা পাচ্ছি হোম কন্ডিশনের সুবিধা। তাই আরো ইতিবাচক ফলাফলের আশাই করছি আমরা।’

বাছাইপর্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটা ওমানের মাটিতেই দিতে হয়েছিল জেমি ডের শিষ্যদের। তবে এবার কন্ডিশনটা ওমানেরই অচেনা। আর তাই

সেই সুবিধাটা নেওয়ার জন্যও মুখিয়ে বাংলাদেশ। তবে সে জন্য দলীয়ভাবেই ভালো পারফর্ম করতে হবে বলে জানান তপু। তিনি বলেন, ‘বাছাইপর্বের কঠিন ম্যাচটা ছিল ওমানের বিপক্ষে। কিন্তু এবার ওমান দেশের বাইরে খেলতে আসবে। আমার মনে হয়, দলগতভাবে ভালো খেলতে পারলে আমরা পজিটিভ ফলাফল পাব।’

সাকিব বিষয়ে সেই প্রশ্নে মুখ খুললেন তামিম

গত মে মাসে লকডাউন চলাকালে ক্রিকেটবিশ্বে বেশ আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকা ক্রিকেটারদের নিয়ে করা তামিমের লাইভ আড্ডা।

যেখানে এসেছিলেন সর্তীথ মাশরাফি, মুশফিক থেকে শুরু করে ভারতের তারকা কোহলি, রোহিত, নিউজিল্যান্ডের উইলিয়ামসন। ওয়াসিম আকরামের মতো কিংবদন্তিরাও যুক্ত হয়েছিলেন তামিমের সেই লাইভ আড্ডায়।

শুধু আসেননি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে।

তামিমের লাইভে সাকিব কেন আসেননি? সে সময় এমন প্রশ্ন রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে।

তামিমের সঙ্গে সাকিবের বন্ধুত্বে ফাটল দেখা দিল কি না সে প্রশ্ন ছোড়াছুড়িও হয় ব্যাপক।

তখন এক কথায় বিষয়টি জানালেও বিস্তারিত কিছু বলেননি তামিম বা সাকিব।

এবার লাইভে সাকিব না আসার কারণে তার সঙ্গে বন্ধুত্বে কোনো ফাটল ধরল কিনা সে বিষয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন তামিম।

সম্প্রতি ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট বিডিক্রিকটাইমের এক ফেসবুক লাইভে তামিমের কাছে এক ভক্ত প্রশ্ন রাখেন, সাকিবের সঙ্গে আসলেই

দূরত্ব বেড়ে গেছে কিনা?

এমন প্রশ্নের জবাবে তামিম বলেছেন, ‘আমাদের মধ্যে দূরত্ব থাকার তো কোনো কথাই আসে না। আমার লাইভে সাকিব কেন আসেনি তা তো স্পষ্টভাবে বলেই দিয়েছিলাম। সাকিব ব্যক্তিগত কারণে আসতে পারেনি। আর সে না আসলে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে- এটা আমি বিশ্বাস করি না।’

এরপর তামিম একটু কড়া ভাষায় বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় না, আমার বা সাকিবের গণমাধ্যমের সামনে এসে আমাদের সম্পর্ক ভালো আছে কি নেই সেটা ব্যাখা করার কোনো দরকার আছে।’

বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই আছে। আমি সাকিবকে একজন ক্রিকেটার হিসাবে সম্মান করি। আমি নিশ্চিত সেও তাই করে। আমি সবসময় ওর ভালো চাই। এখানে বন্ধুত্ব খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না।

তামিম এবার সেই ভক্তের উদ্দেশে নিজেই প্রশ্ন ছুড়েন, আপনাকে আপনার বন্ধু বাসায় ডাকলে আর আপনি না গেলে কী আপনাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে?

শচীনকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য আফ্রিদির!

ভারতের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে সমালোচনার পর এবার দেশটির লিটল মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারকে আক্রমণ করলেন আফ্রিদি। পাক গতিতারকা শোয়েব আখতারের মুখোমুখি হতে নাকি শচীন ভয় পেতেন বলে মনে করেন আফ্রিদি।

সম্প্রতি পাকিস্তানের টিভি উপস্থাপিকা ও সংবাদকর্মী জয়নাব আব্বাস এক ‘চ্যাট শো’তে আফ্রিদিকে ৯ বছর আগের করা এক মন্তব্য মনে করিয়ে দেন। সে সময় আফ্রিদি বলেছিলেন, রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হতে শচীনের পা কাঁপত।

এখন শচীন বিষয়ে কি মত জানতে চাইলে আফ্রিদি বলেন, দেখুন, শোয়েবের এমন কিছু স্পেল ছিল যার মুখোমুখি হয়ে শুধু শচীন না বিশ্বের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরাও ভয়ে কেঁপেছে। এটা আমি মিড অফ কিংবা কাভারে ফিল্ডিংয়ের সময় দেখেছি। ব্যাটসম্যানের শরীরী ভাষা দেখেই বোঝা যায় যে, তিনি চাপে আছেন। আর শচীন তো নিজে বলবে না যে, শোয়েবের বলে তিনি ভয় পেতেন । তবে আমি এটা বলছি না যে, শোয়েবকে খেলতে শচীন সব সময় ভয় পেতেন। তার কিছু স্পেলে শচীনকে ভয় পেয়ে পেছনের পায়ে খেলতে দেখেছি।

এর আগে ভারতের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আফ্রিদি ইউটিউবের এক ক্রিকেট শো-তে বলেছিলেন, ভারতকে আমরা এতবার, এতভাবে হারিয়েছি যে, শেষের দিকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা আমাদের কাছে এসে মাফ চাইত। এমন মন্তব্যের পর আফ্রিদির কড়া সমালোচনায় মেতে ওঠেন ভারতের বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটাররা।

তবে এসব সমালোচনায় দমে না গিয়ে যেন আরও উৎসাহ পাচ্ছেন আফ্রিদি। এবার ভারত দলের লিটল মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারকে আক্রমণ করলেন তিনি। বিষয়টি নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যেসব নতুন নিয়মে আজ মাঠে ফিরছে ক্রিকেট

করোনার প্রাদুর্ভাবের পর আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। দুই দল বুধবার সাউদাম্পটনের এজেস বোল স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে। বাংলাদেশ সময় ৪টায় শুরু হবে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করে আজ মাঠে ফিরছে ক্রিকেট। এক নজরে সেসব নিয়মে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক,

করোনা টেস্ট ও করোনা সাবস্টিটিউট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের এরই মধ্যে করোনা

টেস্ট করানো হয়েছে। স্কোয়াডে থাকা সকলেরই করোনা টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য টেস্ট চলাকালীন প্রতিদিন সকলের করোনা টেস্ট করা হবে। যদি ম্যাচ চলাকালীন কোনও ক্রিকেটারের করোনা টেস্ট পজিটিভ আসে তাহলে করোনা সাবস্টিটিউট ব্যবহার করা যাবে। কনকাশন সাবের মতো আইসিসি নতুন করে করোনা সাবস্টিটিউট নিয়ম চালু করেছে।
দর্শকশূন্য স্টেডিয়াম

আজও স্টেডিয়ামে কোনো দর্শক ঢুকতে পারবেন না। রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলবে দুই দল।

নো টু সেভিয়া

বলের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে থুতু কিংবা লালা ব্যবহার করতে পারবেন না বোলাররা। শুধুমাত্র ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন। যদি কেউ ভুল করে থুতু বা লালা ব্যবহার করে, আম্পায়াররা দুইবার সতর্ক করবে। এরপর একই ভুল করলে পাঁচ রান পেনাল্টি।

উদযাপনে সীমাবদ্ধতা

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করতে হবে সেলিব্রেশন। হাত হাত মেলানো যাবে না। জড়িয়ে ধরার সুযোগই নেই কোনো। যদি উদযাপন করতেই হয় তাহলে কনুইয়ে কনুই মেলাতে হবে।

নিরাপদে আম্পায়াররা

মাঠে সচেতন থাকবেন আম্পায়াররাও। এজন্য বোলারদের ক্যাপ এবং সোয়েটার নিতে অস্বীকার করতে পারবেন আম্পায়াররা। নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে বোলারদের ব্যবহৃত ক্যাপ ও সোয়েটার গ্রহণ করবেন না আম্পায়ররা। পাশাপাশি রৌদ্র চশমাও নেবেন না আম্পায়াররা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় ক্রীড়াঙ্গনেও স্থবিরতা

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের থাবায় খেলার মাঠেও নেমে এসেছে স্থবিরতা। এই স্থবিরতা যেন কোনভাবেই কাটছে না। মেহেরপুরের কয়েকটি খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের পদচারণা। কয়েকটি খেলার মাঠের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠ অন্যতম।

অন্যান্য মাঠগুলো শুকনো পড়ে থাকলেও এই মাঠটিতে করোনার আতঙ্কের মাঝেও চলছে নিয়মিত খেলার অনুশীলন।

সরে জমিনে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, অনুশীলনে ব্যস্ত বিভিন্ন বয়সী ক্রিকেটার ফুটবলাররা। সেই সাথে আরও দেখা যায় কেউ কেউ ব্যস্ত ঘুড়ি উড়াতে।

এসময় ২০০৯ সালের হাই স্কুল পর্যায়ের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন কিরণ বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠের পরিবেশ প্রাণবন্ত, সকলে খেলায় ব্যস্ত।

তিনি বলেন, সকল খেলোয়াররা মাঠে আসুক, খেলার মধ্যেই সময় টা পার করুক। খেলার মাঝে থাকলে শরীর ও মন দুটাই ভালো থাকে। খেলার মাধ্যমে মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটে।

স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিজের সুরক্ষা নিজের কাছে, তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনেই খেলার মাঠে আসার। খেলার মাধ্যেই মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। সেই সাথে খেলা শেষে নিজেকে জীবানু নাশক দিয়ে জীবানু মুক্ত করেই বাসায় ফিরা।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ক্রিকেটার মাসুদ রানা বলেন, করোনা কালীন শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখতে, মনোবল বৃদ্ধি সহ অলস সময় পার করতেই সবাই খেলার মাঠে আসছেন। খেলার মাঠে আসাতে অনুশীলনীর সাথে সাথে সময় কাটানোও হয়ে যাচ্ছে। মাঠে আসলে খেলার মাঝে থাকলে সময় টাও খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। বাসায় বসে অলস সময় পার করার থেকে মাঠে এসে খেলার মাঝে সময় টা পার করতে সবাই নিয়মিত মাঠে আসছে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠে আগের চেয়ে এখন বেশি খেলোয়ার দেখা যাচ্ছে, মাঝে এই মাঠে খেলাধুলা বন্ধের

পথে চলে এসেছিল কিন্তু বর্তমানে সবাই খেলার মাঝে সময় পার করছে। এখানে নিয়মিত ৮-৯ টা টিম অনুশীলন করছে বলে তিনি জানান।

ফুটবল খেলোয়ার তানভির বলেন, করোনা কালীন বাসায় অবসর সময় পার হচ্ছে না তাই মাঠে এসেছি অনুশীলন করতে। অলস সময় পার করতেই মূলত মাঠে আসা।

অপর দিকে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠের চিত্র ভিন্ন, নেই কোন খেলোয়ার, মাঠে চরছে গরু, মাঠের ঘাস গুলোও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। নেই কোন খেলাধুলা, অনুশীলন, পুরো মাঠ ফাঁকা। এ যেন এক প্রাণ হীন লেখার মাঠ, করোনার কারণে এমন বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজ আহম্মেদ।

তিনি বলেন, আগে এখানে নিয়মিত অনুশীলন হতো করোনায় এখন সব বন্ধ। তবে বিকেলে কিছু খেলোয়ার মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

মেহেরপুরের অন্যান্য খেলার মাঠ গুলোতে অল্প পরিসরে অনুশীলন হলেও মেহেরপুর জেলার এক মাত্র সরকারি খেলার মাঠ মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম এ সকল খেলাধুলা সহ সমস্ত অনুশীলন বন্ধ রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় জেলা স্টেডিয়াম মাঠের মেইন ফটক সহ সকল প্রবেশদার বন্ধ রয়েছে।

অফিস সহকারী স্বপনের সাথে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, করোনা কালীন সমস্ত খেলা ফেডারেশন থেকে বন্ধ আছে, সেই সাথে মাঠে অনুশীলন করাও কোন অনুমতি নেই। এ জন্যই প্রতিটা প্রবেশ দার বন্ধ রাখা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

করোনাভাইরাস: স্কোয়াডে

থাকলেও ইংল্যান্ড যেতে পারলেন না হারিস রউফ

বিগ ব্যাশে বল হাতে ঝড় তুলে জাতীয় দলের জন্য ডাক পেয়েছিলেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকও হয়ে গেছে। ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো বিদেশ সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই ফাস্ট বোলারের। তবে স্কোয়াডে ডাক পেয়েও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যোগ দেওয়া হবে না এই গতিময় ফাস্ট বোলারের।

এর নেপথ্যে আছে প্রাণঘাতী মহামারি করোনাভাইরাস। ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার জন্য ২৯ সদস্যের পাকিস্তানি স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল পিসিবি।

ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে সবার করোনা টেস্ট করানো হয়। আর সেখানে হারিস রউফ ছাড়া সবাই উৎরে গেছেন। আর তাই স্কোয়াডে ডাক পেয়েও করোনা পজিটিভ হওয়ার কারণে ইংল্যান্ডে যাওয়া হবে না হারিসের।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে দর্শকদের ‘নকল শব্দ’

করোনা প্রাদুর্ভাবের পর ৮ জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। সাউদাম্পটনে দুই দল সাদা পোশাকে ব্যাট-বলের যুদ্ধে নামবে। মাঠে খেলা ফেরাতে আইসিসির বেশ কিছু শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দর্শকশূণ্য স্টেডিয়ামে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খেলা হতে হবে। আইসিসির গাইডলাইন মেনে আয়োজকরা সেভাবেই এজেস বোল স্টেডিয়াম প্রস্তুত করেছে।

তবে মাঠের উন্মাদনা ঠিক রাখতে ভিন্ন পরিকল্পনা করেছে আয়োজকরা।

রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলার সাথে থাকবে দর্শকদের ‘নকল শব্দ’। এছাড়া জনপ্রিয় গানগুলো তো বাজবেই। শুধুমাত্র গ্যালারিতে তাকালেই বোঝা যাবে মাঠে দর্শক নেই। এছাড়া বাকিটা সময় হবে হই-হুল্লোড়। সেভাবেই স্টেডিয়াম সাজাবে ইংল্যান্ড।

ম্যাচের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাঠে সেই সব শব্দ ম্যাচজুড়ে বাজানো হবে। টাইমস এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সফরে আরও দুটি টেস্ট খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরের দুটি ম্যাচ হবে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ১৬ ও ২৪ জুলাই ম্যাচগুলো শুরু হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিশ্বকেপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং! অবশেষে মুখ খুলল আইসিসি

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উত্তাল ক্রিকেট মহল। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মাহিন্দানন্দ অতুলগামাগ। সেবারের বিশ্বকাপ ফাইনাল ‘বিক্রি’ হয়ে গিয়েছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের সময় শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন মাহিন্দানন্দ। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, শ্রীলঙ্কা অনায়াসে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ জিততে পারত। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবেই ফাইনালে হার মানেন জয়াবর্ধনেরা।

শ্রীলঙ্কার পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। ওই ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির তারকাদের ডেকে পাঠানো হয়। মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারা, অরবিন্দ ডি সিলভার মতো শ্রীলঙ্কার তারকাদের ঘণ্টার

পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা পুলিশ জানিয়ে দেয়, ওই ম্যাচ নিয়ে তদন্ত তারা বন্ধ করছে। কারণ ফিক্সিংয়ের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।
তবে এতদিন পর্যন্ত আইসিসি এই নিয়ে কোনো কথা বলেনি। ওই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় দল। শ্রীলঙ্কা পুলিশের তদন্তকারী দল তদন্ত বন্ধ করার ঘোষণা করার পরই এবার মুখ খুলল আইসিসি। ওই ম্যাচে দলে চারটি পরিবর্তন এনেছিল শ্রীলঙ্কা টিম ম্যানেজমেন্ট। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল। ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেন হঠাৎ করে চার জন ক্রিকেটারকে বদলি করতে গেল টিম ম্যানেজমেন্ট! এতদিন পর আবার সেই প্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে আইসিসি জানিয়েছে, চারটি পরিবর্তন কেন করা হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে শ্রীলংকার তৎকালীন টিম ম্যানেজমেন্ট। আর সেই ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ওই বিশ্বকাপ ফাইনালের ম্যাচ ফিক্সিং হয়েছিল বলে কোনও প্রমাণ নেই। আর তাই অকারণ সন্দেহ করার কোনও মানে নেই। ভারতের কাছে শ্রীলঙ্কা দল বিশ্বকাপ বিক্রি করেছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, ”এই মুহূর্তে এমন কোনো তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি যা প্রমাণ করে যে ওই ম্যাচে ফিক্সিং হয়েছিল। আইসিসি দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে তদন্ত শুরু করার কোনও কারণ নেই। ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল যোগ্য দল হিসেবে জিতেছিল ভারতীয় দল। এই ধরনের অভিযোগগুলো আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি।”

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আমরা এক ভণ্ড জাতি, তাই এদেশে জ্ঞানী জন্মায় না: রুবেল

হোসেন

নতুন করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) রোগের টিকা (ভ্যাকসিন) উদ্ভাবনের দাবি করেছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিমিটেড’র সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান এই টিকা উদ্ভাবনের দাবি করল। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, টিকা উদ্ভাবনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সিইও ড. কাকন নাগ এবং সিওও ড. নাজনীন সুলতানা। প্রতিষ্ঠানটি গত ৮ মার্চ এই টিকা তৈরির কাজ শুরু করে।

গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডা. আসিফ মাহমুদ ভ্যাকসিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে আবেগে কান্না ধরে রাখতে পারেননি। দ্রুত মাইক্রোফোন ত্যাগ করে চোখের জল আড়াল করার চেষ্টা করেন। তার এই কান্না দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন দেশবাসী। এর মাঝেও কিছু পরশ্রীকাতর লোক এই ভ্যাকসিন আবিস্কার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেন। তাদের এমন লজ্জাজনক আচরণে ভীষণ চটে গেছেন জাতীয় দলের তারকা পেসার রুবেল হোসেন। শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে রুবেল লিখেছেন, ‘আসিফ মাহমুদ ভাই যখন বলছিলেন যে আমরা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কার করেছি, কথাটি বলতে বলতেই উনার কান্না চলে আসছে! বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান সাহস নিয়ে দাবি তো করতে পারল যে তারা আবিস্কার করছে, সফল হোক ব্যর্থ হোক সেটা পরের বিষয়।’

‘অথচ আমরা একটা অভিনন্দন পর্যন্ত জানালাম না। চীন বা আমেরিকা এই দাবি করলে এই আমরাই আবার অভিনন্দন অভিনন্দন জানিয়ে বাংলার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিতাম, আসলেই আমরা এক ভণ্ড জাতি। বিন্দু পরিমাণ কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের নেই। এই জন্যে এদেশে জ্ঞানী মানুষ জন্মায় না। কারণ জ্ঞানীদের কদর এদেশে নেই।

‘অনেকে হাসাহাসি করছে, ট্রলে মেতে উঠেছে যে বাংলাদেশ থেকে নাকি করোনার ভ্যাকসিন আবিস্কার করবে! চেষ্টা তো করছে তারা, দেখা যাক

না কী হয়! একটু অভিনন্দন তো তারাও পেতে পারেন! এরাই দেশের রিয়েল হিরো।’

সত্র- বিডি প্রতিদিন